দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 JUL 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার একটি দৃশ্য

উচ্চ শিক্ষার বিড়ম্বনা

উত্তরবঙ্গের নামকরা কলেজ থেকে এইচ,এসসি, পাস করেছে মুন। ঢাকা বিশ্বাবদ্যািলয়ে অনার্স শ্রেণীতে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করেছিল। বাবা ষ্ট্রোক করায় ভর্তি পরীক্ষা দেয়া হয়নি। এখন শেষ ভরসা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। পরীক্ষাও ভাল হয়েছে। তবুও আশংকা "চান্স হবে তো? নাকি জীবন থেকে একটি বছর ঝরে যাবে?"

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯২-৯৩ সেশনে প্রথম সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ৩২ হাজার ৪৬৭ টি দরখাস্ত জমা পড়ে। আসন সংখ্যা মাত্র ৩ হাজার ৮৫। হিসাব মতে, ১টি আসনের জন্য প্রায় ১১টি দরখাস্ত জমা পড়েছে। অবশ্য প্রকৃত ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা অনেক কম। একই ছাত্র বা ছাত্রী একাধিক দরখাস্ত জমা দেয়। একাধিক অনুষদে। গত ২৪শে জুন হতে ৩০শে জুন পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এমাসেই রেজাল্ট হবে। গত সেশনে (১৯৯১-৯২) মোট দরখাস্তের সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার ২৬২। যা এবারের চেয়ে ৭ হাজার ২০৫ কম। '৯২-'৯৩ সেশনে প্রথমবারের মত গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান এবং লোক প্রশাসন বিভাগে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। আসন উভয় বিভাগেই ২৫ টি। নতুন বিভাগ দুটি সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভূক্ত। শিক্ষক নিয়োগ এখনও সম্পন্ন হয়নি। ৩৬ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে গতবার চালু হওয়া গণযোগাযোগ বিভাগ শিক্ষক স্বল্পতাসহ নানামুখী সমস্যায় ভুগছে। বর্তমানে প্রভাষক পদ মর্যাদার মাত্র তিনজন শিক্ষিক আছেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যান পদত্যাগ করায় তাঁদ পদ শূন্য প্রায় ৪ মাস যাবৎ। বিজ্ঞপ্তি দিয়েও উপযুক্ত প্রার্থী মিলছে না বলে জানা গেছে।

প্রতি বছর শিল্পী এবং খেলোয়াড় কোটায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। তবে এক্ষেত্রে নানা অনিয়ম ও স্বজন প্রীতির অভিযোগ রয়েছে। অনেকসময় প্রকৃত খেলোয়াড় বা শিল্পীকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিবিশেষের সমর্থিত প্রার্থীকে এ কোটার মাধ্যমে ভর্তি করা হয়। আর আসন সংখ্যা পূর্ব নির্ধারিত না থাকায় ভর্তিচ্ছুরাও বুঝতে পারেনা কত জনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হবে। সর্বোপরি "বিশেষ সুপারিশেও নিয়ম বহির্ভূত ভাবে" ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ঘটনাও প্রতিবছর ঘটে। এমনি ২১ জন ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির ঘটনা গতবছর ফাঁস হয়।

এক হিসাবে দেখা যায়, প্রতিবছর কমপক্ষে সোয়া লাখ ছাত্র-ছাত্রী এইচ,এসসি পাস করে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও বিআটি সমূহে ভর্তির আসন থাকে মাত্র ২২ হাজার। এ থেকে অনুমেয়, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সংকট কত প্রকট। এরপরও যারা ভর্তির সুযোগ পায় তারা সৌভাগ্যবান নিঃসন্দেহে। বাকীদের একটি অংশ করেজগুরোতে অনার্স বা পাস কোর্সে ভর্তি হয়। কিন্তু অভাব অনটনের কারণে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না অনেকেই।

❑ উত্তম কুমার দাস